সমকাল

তারিখ 13 0 MAR 2015
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

অবৈধ মেডিকেল ব্যবসা বন্ধে কঠোর পদক্ষেপ

বিএমডিসি আইনের সংশোধনী আজ মন্ত্রিসভায় উঠছে

■ শরীফুল ইসলাম

অবৈধ মেডিকেল ব্যবসা বন্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিচ্ছে সরকার। দেশের সব মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজের কার্যক্রম তদারক করতে শক্তিশালী করা হচ্ছে বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিলকে (বিএমডিসি)। এখন থেকে চিকিৎসকদের নেমপ্লেট ও ভিজিটিং কার্ডে বিএমডিসির রেজিস্ট্রেশন নম্বর উল্লেখ বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে। এমনকি চিকিৎসকদের পদবি ব্যবহার করতে হলেও কাউন্সিলের নিবন্ধন লাগবে। কোনো চিকিৎসক ভুয়া পদবি ব্যবহার করলে সর্বোচ্চ তিন বছর কারাদণ্ড ও ৫০ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবেন। নিষিদ্ধ ওষুধ কোনো চিকিৎসক ব্যবস্থাপত্রে লিখলে তিন বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবেন। ভুয়া চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নিতে বিএমডিসির অধীনে আলাদা ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগের বিধান রেখে বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল (বিএমডিসি) আইন-২০১৫ তৈরি করেছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। আজ সোমবার সচিবালয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠকে এ আইনের ■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৭

অবৈধ মেডিকেল ব্যবসা বন্ধে

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

খসড়া অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হবে। এ বিষয়ে স্বাস্থ্য সচিব সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলাম সমকালকে বলেন: চিকিৎসাসেবা ও শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি করতে বিএমডিসিকে শক্তিশালী করা হচ্ছে। এ লক্ষ্যে বিএমডিসির পুরনো আইন যুগোপযোগী করে বিদ্যমান আইন সংশোধন করা হচ্ছে। এ আইনের মাধ্যমে দেশের সব চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান তদারক করবে এই কাউন্সিল। বিএমডিসি সক্রিয়ভাবে কাজ করলে দেশে কোনো অবৈধ মেডিকেল ব্যবসা থাকবে না বলে মনে করেন তিনি।

খসড়া আইন অনুযায়ী কোনো চিকিৎসক ইচ্ছে করলেই নামের পাশে যখন তখন বিশেষজ্ঞ লিখতে পারবেন না। এখন থেকে কোন চিকিৎসক বিশেষজ্ঞ লিখবেন, তা নির্ধারণে একটি কমিটি গঠন করা হবে। এ কমিটিই ঠিক করে দেবে কারা নামের পাশে বিশেষজ্ঞ লিখতে পারবেন।

সূত্র জানায়, স্বাধীনতার পর দেশের মেডিকেল, ডেন্টাল কলেজ ও চিকিৎসকদের তদারক করতে সরকার ১৯৭৩ সালে মেডিকেল কাউন্সিল অ্যাক্ট প্রণয়ন করে। সে সময় চিকিৎসকরা এই কাউন্সিলের কাছ থেকে নিবন্ধন নিয়ে চিকিৎসাসেবা দিতেন। কিন্তু চিকিৎসকদের নিবন্ধন পেতে যোগ্যতা কী হবে ও কারা নিবন্ধন পাবেন এবং নিবন্ধন ছাড়া চিকিৎসা দিলে কী শাস্তি হবে সে ব্যাপারে সুস্পষ্ট বিধান ওই আইনে ছিল না। পরে সরকার ওই আইনটি ১৯৮০ সালে বাতিল করে নতুন করে বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল অ্যাক্ট প্রণয়ন করে। কিন্তু এই আইন প্রণয়ন হওয়ার পর দীর্ঘ সময়ে দেশে মেডিকেল ও ডেন্টাল চিকিৎসা এবং চিকিৎসা শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। এর মধ্যে দেশে ৫৫টি বেসরকারি মেডিকেল ও ১২টি বেসরকারি ডেন্টাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিগত সময়ের আইনের মাধ্যমে গঠিত কাউন্সিল দিয়ে এসব মেডিকেল কলেজ তদারকি দুরূহ হয়ে পড়েছে। এমন বাস্তবতায় ২০১০ সালে নতুন করে বিএমডিসি আইন প্রণয়ন করা হয়। কিন্তু এ আইনে কিছু জায়গায় অস্পষ্টতা রয়েছে। আর এর সুযোগ নিচ্ছেন কিছু অসাধু চিকিৎসক। অনেক চিকিৎসক কাউন্সিল থেকে নিবন্ধন না নিয়ে যেখানে সেখানে চিকিৎসার নামে ব্যবসা খুলে বসেছেন। তারা নিজেদের ইচ্ছামতো রোগীদের কাছ থেকে ফি নিচ্ছেন। চালাচ্ছেন মেডিকেল কলেজ। এ অবস্থার উন্নয়ন ঘটাতেই সরকার বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল আইন ২০১০ সংশোধন করছে। সূত্র জানায়, এই আইন অনুযায়ী ৭০ সদস্যর বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল গঠন করা হবে। এবারই প্রথম বেসরকারি মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজের প্রতিনিধিদের এ কাউন্সিলের সদস্য করা হবে। কাউন্সিলে জাতীয় সংসদের স্পিকার মনোনীত আটজন সংসদ সদস্য থাকবেন। কাউন্সিলের সদস্যরা নির্বাচনের মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে থেকে নির্বাহী কমিটি গঠন করবেন। এই কাউন্সিল দেশের সব মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজ এবং নিবন্ধনকৃত ডাক্তার দ্বারা যেসব প্রতিষ্ঠানে চিকিৎসাসেবা দেওয়া হয় সেসব প্রতিষ্ঠানের তদারক করবে। চিকিৎসক নিবন্ধন সংক্রান্ত যাবতীয় দায়িত্ব পালন করবে এই কাউন্সিল।